দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

'অনুশীলন কচি-কাঁচা স্কুলে স্কুলে'

গল্প লেখা ছবি আঁকা অনুষ্ঠিত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা বিকাশে 'একটা ছবি দেখাও এঁকে, তুমিই সেরা সবার থেকে' এবং ' লেখার খেলায় অংশ নাও, সেরা লেখক হয়ে যাও' এই দুই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশব্যাপী চলছে অনুশীলন কচি-কাঁচা স্কুলে স্কুলে। এরই অংশ হিসাবে গতকাল খিলগাঁওয়ের শান্তিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো দৈনিক ইত্তেফাক পরিচালিত গল্প লেখা ও ছবি আঁকা এবং এটুআই পরিচালিত 'কিশোর বাতায়ন' পরিচিতিকরণ অনুষ্ঠান। কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি মো. জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জসীম উদ্দিন বলেন, গল্প লেখা ছবি আঁকার মতো প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের ভেতরের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। কিশোর বাতায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এটুআই'র কনসালট্যান্ট ফারহানা মান্নান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই পরিচালিত কিশোর কানেক্ট বা কিশোর বাতায়ন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত নানা ধরনের মানসম্পন্ন উপাদান প্রদানে একটি একক প্লাটফর্ম। বাংলাদেশের ১৩ থেকে ১৮ বছরের শিক্ষার্থীরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগে কিশোর কানেক্ট একটি জাতীয় প্লাটফর্ম। শিক্ষার্থীদের উপযোগী গল্প, চলচ্চিত্র, কমিকস, হাতে কলমে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এ কিশোর বাতায়ন। দুটি পর্বে চলে গল্প লেখা ও যেমন ইচ্ছে তেমন আঁকো প্রতিযোগিতা। তৃতীয় পর্বে চলে কিশোর কানেক্ট www.konnect.edu.bd সাইটে সদস্য অন্তর্ভুক্তি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রভাতি) পল্লব কুমার ভৌমিক, বিপ্লব কুমার সাহা (দিবা) শাখা, চারু ও চারুকলার শিক্ষক নিলিমা, এটুআই'র গবেষণা কর্মকর্তা সোহরাত মাসরুর, মেহেদি হাসান ও ইত্তেফাক অনুশীলন বিভাগের চন্দন বর্মণ প্রমুখ।